কুরআন-হাদীসের আলোকে রমজান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত।

ফাহিমা জাহান তাকি

ROLL NO:২০২০২২৩২

ব্যাচঃ ২০২

ADDRESS: 275, FREE SCHOOL STREET, KATHAL BAGAN DHAL.

PHONE NUMBER: 01745458362

EMAIL: fjtaki1908@gmail.com

DATE: 17/06/2023

বায়োগ্রাফি
ফাহিমা জাহান তাকি

আমি আলীমের **২০২ ব্যাচের ছাত্রী। রোল: ২০২০২২৩২**

আমি ২০০৭ এ.এস.সি এবং ২০০৯ এইচ.এস.সি পাশ করেছি।পরবর্তীতে ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট এ অনার্স এবং মাস্টার্স করি। স্কুল জীবন থেকেই আমি দ্বীনি সংগঠনের সাথে জড়িত এবং নিয়োমিত ভাবে দ্বীনের দাওয়াতী কাজে যুক্ত আছি। আমার বাবা সুপ্রিম কোর্ট এর সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে এখনও দায়িত্ব পালন করছেন। আমার মা একজন গৃহিণী। আমার স্বামী বর্তমানে মালেশিয়াতে পি.এইচ.ডি করছেন এবং তিনিও IOM এর একজন ত্বোলিব। বর্তমানে আমার ২ ছেলে।

আমি ২০২১ এর সেপ্টেম্বর থেকে স্কুল মক্তবের মুকার্রিরাহ হিসেবে খেদমতে আছি, আলহামদুলিল্লাহ।

ভূমিকা 1

রমজানের মাহাত্ম্য ও ফযিলত 1

রমজানের উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন 5

তাকওয়া কি? 5

তাকওয়া এবং রোজা 7

রোজাদারদের পুরস্কার 9

কুরআন নাযিলের মাস 10

মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম মাস 11

দানশীলতার মাস 12

পাপ মোচন ও গুনাহ থেকে ক্ষমা লাভের মাস 13

লাইলাতুল কদরের মাস 14

লায়লাতুল কদরের ফজিলত ও মর্যাদা 15

১- লায়লাতুল কদরেই পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে 15

২ - লায়লাতুল কদর হাজার মাস থেকেও উত্তম 15

৩- লায়লাতুল কদরে ফেরেশতা ও জিব্রীল এর অবতরণ 15

৪ - লায়লাতুল কদর হলো শান্তির রাত 15

৫- লায়লাতুল কদর মুবারক রাত 16

৬ - এ রাতে এক বছরের সকল প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। 16

৭ - যে ব্যক্তি ছাওয়াবপ্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় লায়লাতুল কদর যাপন করবে তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। 16

রমজান মাস কল্যাণের মাস 17

হাদীস শরীফে বর্ণিত রোযার কিছু ফযীলত 18

ও বৈশিষ্ট্য 18

১. রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই দিবেন এবং বে-হিসাব দিবেন 18

২. আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি 18

পান করাবেন 18

৩. রোযা হল জান্নাত লাভের পথ 19

৫. রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ 19

৬. রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে 20

৭. রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায় 20

৮. রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত 21
৯. রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত 21
১০. রোযাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবে 21
১১. রোযাদারের দুআ কবুল হয় 22
উপসংহার 23

ভূমিকা

রমজান মাস মুসলিম উম্মাহকে দেয়া আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত।এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়,যা হলো ফুরকান,রহমত,নূর ,শেফা ।এ মাসেই ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়,যতে মুসলমানরা বাতিলের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রথম বিজয় লাভ করে।এ মাসেই ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয় লাভ হয় বিনা রক্তপাতে।নফসে আম্মারার বিরুদ্ধে জিহাদ এর মাধ্যমে অর্জিত হয় ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক তাকওয়া।এ এমন এক ট্রেনিং এর মাস যার মাধ্যমে আখলাক,আদালত,সাদাকাত,দ্বিনিয়াত,সুজুয়াত,উখুয়াত এর ক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের আলোকে সর্বোচ্চ উন্নতি অর্জিত হওয়ার সুযোগ থাকে।(খোশ আমদের মোহে রমজান;খুররম জাহ মুরাদ)

এ মাসে বান্দা পার্থিব সকল চাহিদা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর দয়া ও রহমত লাভ করবে, অতীতের সকল পাপাচার থেকে ক্ষমা চেয়ে নতুনভাবে ঈমানী জিন্দেগীর উত্তাপ গ্রহণ করবে, তাকওয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে পুরো বছরের ইবাদত ও ইতাআতের শক্তি সঞ্চয় করবে, চিন্তা-চেতনা ও কর্ম-সাধনায় আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পিত করবে এই হচ্ছে মুমিনের আনন্দ।(মাসিক আল কাওসার)

রমজানের মাহাত্ম্য ও ফযিলত

নবিজী (সা:) রমাদান শুরুর ৬ মাস আগে থেকেই তার সাহাবী দের প্রস্তুত করতেন।স্বয়ং নবিজী (সা) এ মাসটিকে শাহরুন আযীম বা শাহরুন মোবারক নামে

আখ্যায়িত করেছেন। রামাদানের প্রতিটি রাত, প্রতিটি দিনি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।এ-ই মাসেই লুকিয়ে আছে সেই কাঙ্ক্ষিত মহিমান্বিত তাৎপর্যপূর্ণ রাত্রি,যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম,বরকতময় এবং কল্যানকর।যেই রাতে নাযিল হয়েছে কুরআনুল কারীম,বান্দার পথের দিশা,উম্মতের মুহাম্মদীর জন্য হিদায়াত,আল্লাহ পাকের কালাম। (খোশ আমদের মোহে রমজান;খুররম জাহ মুরাদ)

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

আমি একে নাযিল করেছি। এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।
সূরা দুখান ৩

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুষ্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা’আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর

বাকারাহ’র ১৮৫

এ মাসের প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে এতো বেশি বরকত লুকিয়ে আছে যাতে নফল সৎকাজ গুলি ফরজ সৎকাজের মর্যাদা পায়,ফরয সৎকাজ গুলি সত্তরগুন অধিক মর্যাদা পায়।

সালমান ফরাসী,বায়হাকী।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «إِذا دخل شهر رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ»

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মাহে রমাযান (রমজান) শুরু হলে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানকে শিকলবন্দী করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়'। (বুখারী, মুসলিম)

وَعَن سلمَان قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مَنْ أَلْفِ شهر جعل الله تَعَالَى صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بخصلة من الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْر ثَوَابه الْجنَّة وَشهر الْمُوَاسَاة وَشهر يزْدَاد فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كلنا يجد مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ الله لَهُ وَأعْتقهُ من النَّار» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ

সালমান আল ফারিসী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শা'বান মাসের শেষ দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! একটি মহিমান্বিত মাস তোমাদেরকে ছায়া হয়ে ঘিরে ধরেছে। এ মাস একটি বারাকাতময় মাস। এটি এমন এক মাস, যার মধ্যে একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ এ মাসের সিয়াম ফরয করেছেন আর নফল করে দিয়েছেন এ মাসে রাতের কিয়ামকে। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি নফল কাজ করবে, সে যেন অন্য মাসের একটি ফরয আদায় করল। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করেন, সে যেন অন্য মাসের সত্তরটি ফরয সম্পাদন করল। এ মাস সবরের (ধৈর্যের) মাস; সবরের সাওয়াব জান্নাত। এ মাস সহমর্মিতার। এ এমন এক মাস যাতে মু'মিনের রিযক বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে কোন সায়িমকে ইফতার করাবে, এ ইফতার তার গুনাহ মাফের কারণ হবে, হবে জাহান্নামের অগ্নিমুক্তির উপায়। তার সাওয়াব হবে সায়িমের অনুরূপ। অথচ সায়িমের সাওয়াব একটুও কমানো হবে না।

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সকলে তো সায়িমের ইফতারীর আয়োজন করতে সমর্থ নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ

সাওয়াব আল্লাহ তা'আলা ঐ ইফতার পরিবেশনকারীকেও প্রদান করেন, যে একজন সায়িমকে এক চুমুক দুধ, একটি খেজুর অথবা এক চুমুক পানি দিয়ে ইফতার করায়। আর যে ব্যক্তি একজন সায়িমকে পেট ভরে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করল, আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার হাওযে কাওসার থেকে এভাবে পানি খাইয়ে পরিতৃপ্ত করবেন, যার পর সে জান্নাতে (প্রবেশ করার পূর্বে) আর পিপাসার্ত হবে না। এমনকি সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটা এমন এক মাস যার প্রথম অংশে রহমত। মধ্য অংশে মাগফিরাত, শেষাংশে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত। যে ব্যক্তি এ মাসে তার অধিনস্তদের ভার-বোঝা সহজ করে দেবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদ্রে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমাযানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে। (৩৫)(আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৭৬৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৭৭৭)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخِلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " .

হারামালা ইবনু ইয়াহইয়া তুজীবী (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার

নিজের জন্য। কিন্তু সিয়াম, তা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) যার হাতে মুহাম্মদ এর প্রাণ তাঁর শপথ! সিয়াম পালনকারী ব্যাক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও উৎকৃষ্ট।

রমজানের উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন

আস-সউম’ শব্দের অর্থ হলো- রোজা বা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিরত থাকা। এটা হলো সাধারণ অর্থ। বাহ্যিক অর্থ এবং এই বাহ্যিক শব্দের মধ্যে তাকওয়া খুঁজে পাওয়া যাবে না, শুধু রোজা রাখা হবে, ক্ষুদার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকা হবে। কিন্তু এই শব্দের আরেকটি অর্থ আছে, যাকে বলে অভ্যন্তরীণ বা ভেতরের অর্থ অথবা বলা যায় কুরআনিক অর্থ। যার মানে হলো- আল্লাহর জন্য রমজানের ফরজ রোজার নিয়তে সেহরি খাবেন। তারপর, ফজরের আজান থেকে নিয়ে মাগরিবের আজান **পর্যন্ত** কোনো প্রকার খাদ্য গ্রহণ না করা, স্ত্রীর কাছে না যাওয়া, খারাপ কথা না বলার নাম হলো রোজা। {রোজার মূল উদ্দেশ্য কী (dailyayadigata.com)}

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সকল তার নির্দেশে পানাহার পরিত্যাগ সহ হালাল জৈবিক চাহিদা পরিত্যাগ করা,বেশি বেশি ইবাদাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং অধিক হারে আল্লাহ তাআলার যিকির কঠোর পরিশ্রম এবং কষ্ট এর মাধ্যমে বান্দা অর্জন করে তাকওয়া।যা মুমিন জীবনে সোপান,জান্নাতে পুজি,জাহান্নাম থেকে বাচার হাতিয়ার।(মাসিক আল কাউসার)

তাকওয়া কি?

তাকওয়া অত্যন্ত উঁচুদরের মূল্যবান একটি গুন এবং সকল কাঙ্ক্ষিত গুনের সমষ্টি।তাকওয়ার অধকারীদের কুরআন মুত্তাকী বলে অভিহিত করেছে।তাদের জন্য রয়েছে প্রশস্হ জান্নাত এবং অগনিত পুরষ্কার। যারা তাকওয়া অর্জন করবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় রিজিকের দরজা খুলে দেয়ার ওয়াদা করেছেন।তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা ও সম্মান।(খোশ আমদ্দে মোহে রমজান–খুররম জাহিদ মুরাদ)

وَ لَوۡ اَنَّ اَهۡلَ الۡقُرٰۤی اٰمَنُوۡا وَ اتَّقَوۡا لَفَتَحۡنَا عَلَیۡهِمۡ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ وَ لٰکِنۡ کَذَّبُوۡا فَاَخَذۡنٰهُمۡ بِمَا کَانُوۡا یَکۡسِبُوۡنَ

আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। আরাফ ৯৬

তাকওয়া অর্থ আল্লাহ ভীতি।আল্লাহর ভয়ে সতর্ক হয়ে পথ চলা।তাকওয়ার প্রথম দৃষ্টি হচ্ছে অদৃশ্যে বিশ্বাস 'আল্লাজিনা ইউমিনুনা বিল গোয়েব' এ দৃঢ় বিশ্বাস স্হাপন করে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ রুপে আত্মসমর্পণ করা।এর ফলে বান্দা তার উঠা বসা চাল চলন,লেনদেন,পরিবার রাষ্ট্র সর্বোপরি সকল ক্ষেত্রে ভুল শুদ্ধ যাচাই বাছাই করে চলবে।নিজের ইচ্ছা,পছন্দ অপছন্দ থেকে আল্লাহর ইচ্ছা, হুকুমকে সবার আগে প্রাধান্য দিবে।(খোশ আহমদেদ মাহে রমজান–খুররম জাহ মুরাদ)

তাকওয়া হলো আল্লাহর ভালোবাসা হারানোর ভয়। আল্লাহর অসন্তোষের ভয়। প্রকৃত মুমিন তাকওয়া দ্বারাই পরিচালিত হন। তাকওয়া মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং সৎ কাজে অনুপ্রাণিত করে।[https://www.prothomalo.com/religio]

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা যারা ইমান এনেছ, তারা তাকওয়া অর্জন করো।' (সুরা-৩৩ আহযাব, আয়াত: ৭০) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

কোরআনে কারিমে বলা হয়েছে, 'যারা ইমান আনল এবং তাকওয়া অর্জন করল, তারা আল্লাহর বন্ধু; তাদের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।'

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(সুরা-১০ ইউনুস, আয়াত: ৬২)

ক্ষুধা-পিপাসার দহন জ্বালায় নফসকে দাহ করে পরিশুদ্ধ করা রোজার মূল লক্ষ্য। এটিই কোরআনের ভাষায় তাকওয়া বা খোদাভীতি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যাতে তোমরা তাকওয়া (আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভীতি) লাভ করতে পারো।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

[https://www.prothomalo.com/religio]

তাকওয়া এবং রোজা

রোজার মধ্যে আল্লাহর হুকুম হলে আমরা খাই,আর তার হুকুমে আমরা আবার বিরত হই।খাওয়া হারাম নয়।রোজার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জিনিসও নিজেদের উপর আমরা হারাম করে ফেলি শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুম তালিম করার জন্য।এর মাধ্যমে যে কোন প্রয়োজন তার আমাদের কাছে যতোই সঠিক মনে হউক না কেন,আল্লাহর জন্য তার পরিত্যাগ করার মানসিক শক্তি আমারা রোজা রাখার মাধ্যমে পেয়ে থাকি।রোযা একথা আরো সুদৃঢ় করে যে মূল বিষয় হচ্ছে, আলাহর আনুগত্য।কোন কিছুর সঠিক হওয়া বা ভুল হওয়ার শেষ সনদ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ।শুধু খাওয়া দাওয়া,ঘুমানো বা জেগে থাকার মধ্যে কোন নেকী সওয়াব নাই,বরং আল্লাহর আনুগত্য ও নির্দেশ মানার মাঝেই রয়েছে সওয়াব।রমজানের রোজা রাখা ও কিয়ামুল লাল এর মাধ্যমে বান্দা যে তাকওয়ার শক্তি অর্জন করে তা ব্যাক্তিগত এবং সামষ্টিক ভাবে কুরআন মাজীদের আমানত বহনে বান্দাকে সর্বোত্মক সহায়তা করে।কেননা বস্তুগত,নিত্যপ্রয়োজনীয়,এবং উপভোগ্য সামগ্রীর চাহিদাকে পদদলিত করে নিজেদের জীবনাদ্দেশ্য এবং কুরআনের দায়িত্ব ও মিশনের পূর্ণতাকে অগ্রাধিকার দেয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি হতে পারে।এ যোগ্যতারি নাম তাকওয়া। (খোশ আহমদেদ মোহে রমজান– খুররম জাহ মুরাদ)

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ‘এই কোরআন মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২)

মানব প্রবৃত্তির যেসব নেতিবাচক গুণ বা বৈশিষ্ট্য মানুষের জ্ঞানকে বাধাগ্রস্ত করে, তাদের বলা হয় রিপু বা শত্রু। রিপু মূলত জ্ঞানের শত্রু। রিপুর অনিয়ন্ত্রিত ও অপব্যবহার মানুষকে পশুর অধম করে দেয়। অধঃপতনের অতলে নিমজ্জিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি বহু জিন ও ইনসানকে (তাদের কর্মফলের দোষে) জাহান্নামের জন্য নির্ধারণ করেছি—তাদের অন্তর আছে কিন্তু অনুধাবন করে না, চোখ আছে কিন্তু দেখে না, কান আছে কিন্তু শোনে না; তারা চতুষ্পদ জন্তু বা পশুতুল্য বরং তারা তার চেয়েও নিকৃষ্ট; তারা উদাসীন।’ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (সুরা-৭ আরাফ, আয়াত: ১৭৯) [https://www.prothomalo.com/religio]

তাকওয়া তথা রমজানের উদ্দেশ্য হলো শারীর এর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের নৈতিক শক্তি অর্জন।পঞ্চ ইন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিব, ত্বক ও দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক সংযত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করাই হলো রোজা। দেহ ও মনকে অন্যায়, নিষিদ্ধ কাজ ও বস্তু থেকে বিরত রাখাই রোজার উদ্দেশ্য। সারা জীবন এগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার সক্ষমতা অর্জন করাই হলো রোজার সফলতা।[https://www.prothomalo.com/religio]

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মানবদেহে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে, যা পরিশুদ্ধ হলে তার পুরো দেহ পরিশুদ্ধ হয়, সঠিকভাবে কাজ করে; আর তা বিনষ্ট হলে তার সমস্ত দেহই বিনষ্ট হয়, সঠিকভাবে কাজ করে না; জেনে রেখো তা হলো কলব।' (বুখারি: ৫০)

তাকওয়া হলো প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রোজা—মুখের বা জবানের রোজা হলো কুবাক্য ও কুকথা পরিহার করা; পরচর্চা, গিবত, শিকায়েত ও পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা। চোখের রোজা হলো হারাম দৃশ্য দেখা বর্জন করা। কানের রোজা হলো হারাম শোনা থেকে বেঁচে থাকা। হাতের রোজা হলো হারাম ধারণ ও হারাম স্পর্শ থেকে দূরে থাকা। পায়ের রোজা হলো অন্যায় পথে গমন বা পদচারণ না করা।[https://www.prothomalo.com/religio]

মন, মস্তিষ্ক ও অন্তরের রোজা হলো পাপ ও অন্যায় চিন্তা, কল্পনা ও পরিকল্পনা থেকে মুক্ত থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 'নিশ্চয়ই শ্রবণ, দর্শন ও চিন্তন এসব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।' (সুরা-১৭ বনি ইসরাইল, আয়াত: ৩৬){রমজানের তিরিশ শিক্ষা -এ এন এম সিরাজুল ইসলাম}

তাকওয়া মানে পরিশুদ্ধ অন্তর, তাকওয়া মানে বিশুদ্ধ কর্ম। তাকওয়া মানে শুদ্ধাচার, নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিকতা। সঠিকভাবে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ নিখাদ খাঁটি সোনায় পরিণত হতে পারে।[https://www.prothomalo.com/religio]

তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অর্থ সূচিতা, পবিত্রতা, মানোন্নয়ন, শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদি। তাজকিয়া হলো অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, আত্মিক উন্নতি, চারিত্রিক উৎকর্ষ। মূলত তাজকিয়া হলো মানব চরিত্রের নেতিবাচক গুণাবলি, যথা লালসা, অন্যায় বাসনা, পরনিন্দা, মিথ্যা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মপ্রচার, অহংকার, কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া। একজন মুমিনের প্রকৃত সাফল্য তাজকিয়ার ওপরই নির্ভরশীল।[https://www.prothomalo.com/religio]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا 'প্রকৃত তারাই সফল হলো, যারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করল' (সুরা-৯১ শামছ, আয়াত: ৯)।

হজরত ইব্রাহিম (আ.) দোয়া করেছিলেন এই বলে,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ‘হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১২৯)।

ইহসান বা সত্যদর্শন সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমরা এভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তোমরা তাঁকে দেখছ; যদি তোমরা তাঁকে দেখতে না–ও পাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের দেখছেন’ (বুখারি, খণ্ড: ১, হাদিস: ৪৮)।

পঞ্চেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক সংযত ব্যবহার নিশ্চিত করাই হলো ইবাদত।{রমজানের তিরিশ শিক্ষা -এ এন এম সিরাজুল ইসলাম}

দেহ ও মনের পূর্ণ অংশগ্রহণে ইবাদত পালন করলেই তা পরিপূর্ণ ও ফলদায়ক হবে। মুখের বা জবানের ইবাদত হলো কুবাক্য ও কুকথা না বলা; পরচর্চা, গিবত, শেকায়াত ও পরনিন্দা থেকে বিরত থাকা। চোখের ইবাদত হলো হারাম দৃশ্য দেখা থেকে বিরত থাকা। কানের ইবাদত হলো হারাম শ্রবণ থেকে বেঁচে থাকা। হাতের ইবাদত হলো হারাম ধারণ ও হারাম স্পর্শ থেকে দূরে থাকা। পায়ের ইবাদত হলো অন্যায় পথে গমন বা পদার্পণ না করা। মন ও মস্তিষ্কের ইবাদত হলো পাপ ও অন্যায় চিন্তা কল্পনা ও পরিকল্পনা থেকে মুক্ত থাকা।[https://www.prothomalo.com/religio]

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয়ই শ্রবণ, দর্শন ও চিন্তন—এর সব কটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে’ (সুরা-১৭ ইসরা, আয়াত: ৩৬)।

এই দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রোজ হাশরে কিয়ামতের দিনে শেষ বিচারে আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। কোরআনের ভাষায়, ‘আজ আমি তোমাদের মুখে সিলমোহর করে দিলাম, তাদের হস্তসমূহ আমার সঙ্গে কথা বলবে, তাদের চরণগুলো সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের’ (সুরা-৩৬ ইয়াসিন, আয়াত: ৬৫)।[https://www.prothomalo.com/religio]

রোজাদারদের পুরষ্কার

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।

ঘোষণা দেয়া হবে, সওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে। (৩২৫৭, মুসলিম ১৩/৩, হাঃ ১১৫২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৭৬১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৭ ৭২)

بَاب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يُغْفَرُ لِأُمَّتِهِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ» . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أجره إِذا قضى عمله» . رَوَاهُ أَحْمد

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ তাঁর উম্মাতকে রমাযান (রমজান) মাসের শেষ রাতে মাফ করে দেয়া হয়। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! সেটা কি লায়লাতুল কদরের রাত? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না। বরং ’আমলকারী যখন নিজের ’আমল শেষ করে তখনই তার বিনিময় তাকে মিটিয়ে দেয়া হয়। (আহমদ)

কুরআন নাযিলের মাস

রমাযানুল মুবারকের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তা কুরআন নাযিলের মাস। এই পবিত্র মাসেই আল্লাহ তাআলা পূর্ণ কুরআন মাজীদ লওহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেন। অতপর

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কুরআনের সর্বপ্রথম অহীও এ মাসেই নাযিল হয়। ইরশাদ হয়েছে

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সুপথ প্রাপ্তির সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর হক্ক-
বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই এর রোযা রাখে। সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

[মাসিক আল কাউসার]

মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম মাস

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَا أَتَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْ رَمَضَانَ، وَذَلِكَ لِمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنُونَ فِيهِ مِنَ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ، وَمَا يُعِد فِيهِ الْمُنَافِقُونَ مِنْ غَفَلَاتِ النَّاسِ وَعَوْرَاتِهِمْ، هُوَ غنْم الْمُؤْمِن يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ.

আল্লাহ তাআলার কসম! মুসলমানদের জন্য রমযানের চেয়ে উত্তম কোনো মাস আসেনি এবং মুনাফিকদের জন্য রমযান মাসের চেয়ে অধিক ক্ষতির মাসও আর আসেনি। কেননা মুমিনগণ এ মাসে (গোটা বছরের জন্য) ইবাদতের শক্তি ও পাথেয় সংগ্রহ করে। আর মুনাফিকরা তাতে মানুষের উদাসীনতা ও দোষত্রুটি অন্বেষণ করে। এ মাস মুমিনের জন্য গনীমত আর মুনাফিকের জন্য ক্ষতির কারণ। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৩৬৮; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস ৮৯৬৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১৮৮৪; তবারানী হাদীস ৯০০৪; বাইহাকী শুআবুল ঈমান, হাদীস ৩৩৩৫

জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস এবং দুআ কবুলের মাস

আল্লাহ তাআলা এ মাসের প্রতি রাতে অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দান করেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য, বেশি বেশি নেক আমল এবং তাওবা-
ইস্তিগফারের মাধ্যমে নিজেদেরকে এই শাহী ফরমানের অন্তর্ভুক্ত করা। [মাসিক আল কাউসার]

হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

إن لله عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. وقال البوصيري : رجال إسناده ثقات

অবশ্যই আল্লাহ তাআলা রমযান মাসে প্রতি ইফতারের সময় অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। প্রতি রাতেই তা হয়ে থাকে। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৪৩, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২২০২, আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ৮০৮৮; সুনানে বায়হাকী, হাদীস ৩৬০৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

إنّ لِلّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ،(يعني في رمضان). لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

অবশ্যই আল্লাহ তাআলা রমযান মাসের প্রত্যেক দিবস ও রাত্রিতে অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দার একটি করে দুআ কবুল করেন। মুসনাদে আহমাদ হাদীস ৭৪৫০, মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৯৬২

দানশীলতার মাস

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ أَجْوَدَ النّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তাঁর দানশীলতা (অন্য সময় হতে) অধিকতর বৃদ্ধি পেত রমযান মাসে, যখন জিব্রীল আ. তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। জিব্রীল আ. রমযানের প্রতি রাতে আগমন করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন শুনাতেন। তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কল্যাণবাহী বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল। সহীহ বুখারী, হাদীস ৬, সহীহ মুসলিম হাদীস ২৩০৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬১৬

আমলের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধির মাস

রমযান মাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এ মাস মুমিনের নেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধির মাস এবং আখেরাতের সওদা করার শ্রেষ্ঠ সময়। [মাসিক আল কাউসার পত্রিকা]

এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ...إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِن عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.

وفي رواية أخرى لمسلم : فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে বললেন, বর্ণনাকারী বলেন, তার নাম ইবনে আব্বাস রা. উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি(অন্য বর্ণনায় তার নাম উম্মে সিনান উল্লেখ করা হয়েছে) তুমি কেন আমাদের সাথে হজ্ব করতে যাওনি? তিনি বললেন, আমাদের পানি বহনকারী দুটি মাত্র উট রয়েছে। একটিতে আমার ছেলের বাবা (স্বামী) ও তাঁর ছেলে হজ্ব করতে গিয়েছেন, অন্যটি পানি বহনের জন্য আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন। তিনি বলেন, রমযান মাস এলে তুমি উমরা করবে। কেন না এ মাসের উমরা একটি হজ্বের সমতুল্য। সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রমযান মাসের উমরা একটি হজ্বের সমতুল্য। অথবা বলেছেন, আমার সাথে একটি হজ্বের সমতুল্য (সওয়াবের হিসাবে)। সহীহ বুখারী, হাদীস ১৭৮২, সহীহ মুসলিম ১২৫৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২০২৫

পাপ মোচন ও গুনাহ থেকে ক্ষমা লাভের মাস

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন

الصلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُن إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِر.

পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহকে মুছে দেয় যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৩ (৩)

ক্ষমা লাভের এমন সূবর্ণ সুযোগ পেয়ে যে ব্যক্তি নিজের পাপসমূহ ক্ষমা করাতে পারে না সে সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত। হাদীস শরীফে তার জন্য বদ দুআ করা হয়েছে।

হযরত কা্বব ইবনে উজরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা মিম্বরের নিকট সমবেত হও। আমরা সকলেই সেখানে উপস্থিত হলাম। যখন তিনি মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলেন, তখন বললেন, আমীন, যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন বললেন, আমীন, যখন তিনি তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন বললেন, আমীন।

হযরত কা'ব ইবনে উজরা রা. বলেন, যখন তিনি (মিম্বর থেকে) অবতরণ করলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমরা (মিম্বরে উঠার সময়) আপনাকে এমন কিছু কথা বলতে শুনেছি, যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। উত্তরে তিনি বললেন, জিব্রীল আ. আমার নিকট আগমন করেছিলেন, যখন আমি প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলাম, তখন তিনি বললেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে রমযান মাস পেল, তবুও তার গুনাহ মাফ হল না। আমি বললাম, আমীন। যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলাম তখন বললেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যার নিকট আপনার নাম উচ্চারিত হল অথচ সে আপনার প্রতি দরূদ পড়ল না। আমি বললাম আমীন। যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলাম, তখন বললেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে বৃদ্ধ পিতা-মাতা উভয়কে

অথবা একজনকে পেল অথচ তারা উভয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না। অর্থাৎ তাদের খেদমতের মাধ্যমে নিজেকে জান্নাতবাসী করতে পারল না। আমি বললাম, আমীন। মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৩৩৮;৭

[মাসিক আল কাউসার পত্রিকা]

লাইলাতুল কদরের মাস

১ - কদরের এক অর্থ সম্মান। ইরশাদ হয়েছে :

(وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦٓ)

{আর তারা আল্লাহকে যথার্থ সম্মান দেয়নি}[সূরা আল আনআম:৯১]

সে হিসেবে লায়লাতুল কদর অর্থ হবে সম্মানিত রাত; কেননা এ রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, এ রাতে ফেরেশতাগণ নেমে আসেন এবং এ রাতে রবকত-রহমত-মাগফিরাত নাযিল হয়।[https://www.al-feqh.com/bn]

২ - কদরের আরেক অর্থ সংকীর্ণকরণ, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

(وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ)

{আর যার রিয্‌ক সংকীর্ণ করা হয়েছে সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করে।} [সূরা আত-তালাক:৭]

লায়লাতুল কদরের ক্ষেত্রে সংকীর্ণকরণের অর্থ হবে লায়লাতুল কদর সংঘটিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট তারিখ গোপন করে রাখা।[https://www.al-feqh.com/bn]

৩ - কাদ্র কাদার থেকেও উৎকলিত হতে পারে, যার অর্থ হবে এ রাতে আল্লাহ তাআলা সে বছরের সকল আহকাম নির্ধারণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

(يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ)

{সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়} [সূরা আদ-দুখান:৪]

লায়লাতুল কদরের ফজিলত ও মর্যাদা

১- লায়লাতুল কদরেই পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে

আল্লাহ তাআলা বলেন :

(إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ)

{নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি ‘লাইলাতুল কদরে।}[সূরা আল কাদ্র:১]

২ - লায়লাতুল কদর হাজার মাস থেকেও উত্তম

আল্লাহ তাআলা বলেন:

(لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ)

{লায়লাতুল কদর এক হাজার মাস থেকে উত্তম} [সূরা আল-কাদ্র:৩] অর্থাৎ লায়লাতুল কদরে আমল করা লায়লাতুল কদরের বাইরে এক হাজার মাস আমল করার চেয়েও উত্তম।

৩- লায়লাতুল কদরে ফেরেশতা ও জিব্রীল এর অবতরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

(تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ)

{সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিব্রীল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে।}[সূরা আল কাদ্র:৪]

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘লায়লাতুল কদর হলো সাতাশ তারিখ অথবা ঊনত্রিশ তারিখের রাত, আর ফেরেশতাগণ এ রাতে পৃথিবীতে কঙ্করের সংখ্যা থেকেও বেশি থাকেন।’

৪ - লায়লাতুল কদর হলো শান্তির রাত

আল্লাহ তাআলা বলেন :

(سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ٥)

{শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।}[সূরা আল কাদ্র:৫]

অর্থাৎ লায়লাতুল কদরের পুরোটাই ভালো, এর শুরু থেকে সুবেহ সাদেক পর্যন্ত আদৌ কোনো অনুত্তম বিষয় নেই।

৫- লায়লাতুল কদর মুবারক রাত

আল্লাহ তাআলা বলেন:

(إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٣)

{নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।}

[সূরা আদ-দুখান:৩]

উক্ত আয়াতে 'লায়লাতুম্ মুবারাকা'- এর অর্থ ইবনে আব্বাস রাযি. এর নিকট 'লায়লাতুল কদর।

৬ - এ রাতে এক বছরের সকল প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

(فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ)

{সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।} [সূরা আদ-দুখান:৪]

[https://www.al-feqh.com/bn]

৭ - যে ব্যক্তি ছাওয়াবপ্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় লায়লাতুল কদর যাপন করবে তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ছাওয়াবপ্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় লায়লাতুল কদর যাপন করল, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হলো।'(বর্ণনায় ইবনে খুযায়মাহ)

[https://www.al-feqh.com/bn]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে মুসলিম উম্মাহর জন্য আরেকটি বিশেষ দান হল এক হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম লাইলাতুল কদর। আল্লাহ তাআলা এ রাত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

ওলাইলাতুল কদর এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিব্রীল আ.) তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে প্রত্যেক কল্যাণময় বস্তু নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। যে রাত পুরোটাই শান্তি, যা ফজর হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সূরা কদর (৯৭) : ৩-৫

এই রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন

دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِن هَذَا الشهْرَ قَدْ حَضرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّه، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ.

قال المنذري : إسناده حسن، إن شاء الله، وكذا قاله البوصيري.

রমযান মাসের আগমন ঘটলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের নিকট এই মাস সমাগত হয়েছে, তাতে এমন একটি রাত রয়েছে, যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সে প্রকৃতপক্ষে সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত। একমাত্র (সর্বহারা) দুর্ভাগাই এ রাতের কল্যান থেকে বঞ্চিত হয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৪৪

রমজান মাস কল্যাণের মাস

ইসলামের পাঁচটি রোকনের মধ্যে সাওম চতুর্থ এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি রোকন বা স্তম্ভ। যা ফরজ করা হয়েছে মুসলমানের জন্য।

মহান আল্লাহ তার সৃষ্টি মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য এই মাসেই পবিত্র কুরআন নাজিল করেন। এই মাসের শেষ দশকে রয়েছে এক মহিমান্বিত রাত, যা হাজার মাসের (ইবাদতের) থেকে উত্তম; আল্লাহ তায়ালা যাকে লাইলাতুল কদর বলেছেন। পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন এই মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনে বেশ কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণের পাশাপাশি অনেক হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হজরত আবু হুরায়রা রা: হতে বর্ণিত-

আল্লাহর রাসূল সা: বলেন, সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না, মূর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয় তবে সে যেনো বলে, আমি রোজাদার। ওই সত্তার শপথ; যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট। আল্লাহ বলেন, সে আমার জন্য পানাহার ও কামাচার পরিত্যাগ করে, সিয়াম আমারই জন্য, আমি নিজেই এর পুরস্কার দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশগুন, (বুখারি, মুসলিম, আহমেদ)।

https://www.dailyayadigata.com/ramada/321631/%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%95%E0%A7%80

হাদীস শরীফে বর্ণিত রোযার কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য

১. রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই দিবেন এবং বে-হিসাব দিবেন

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كُل عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَز وَجَل: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّه لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে। সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৩৮
[মাসিক আল কাউসার পত্রিকা]

২. আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত,

إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَضَى عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مَنْ أَعْطَشَ نَفْسَهُ لَهُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْعَطَشِ.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জণ্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন। মুসনাদে বাযযার, হাদীস ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস ৫০৯৫
[মাসিক আল কাউসার পত্রিকা]

৩. রোযা হল জান্নাত লাভের পথ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : مُرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنّةَ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصّوْمِ؛ فَإِنّهُ لَا عِدْلَ لَهُ . ثُمّ أَتَيْتُهُ الثّانِيَةَ فَقَالَ لِيْ: عَلَيْكَ بِالصيَامِ.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও য়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি আম ল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তি নি বললেন, তুমি রোযা রাখ। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২১৪৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ২৫৩০

৪. রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেরাইয়ান্ নামক বিশেষ দরজা দিয়ে

হযরত সাহল ইবনে স্দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنّ فِي الجَنّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرّيّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ : أَيْنَ الصّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হ বে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কে উ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। স হীহ বুখারী, হাদীস ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২৮ ১৮

[মাসিক আল কাউসার পত্রিকা]

৫. রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ﻭআমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্না মের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব। মুস নাদে আহমদ, হাদীস ১৪৬৬৯; শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী, হাদীস ৩৫৭০

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ.

রোযা হল (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) ঢাল এবং সুরক্ষিত দুর্গ। মুসনাদে আহমাদ , হাদীস-৯২২৫; শুয়াবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদীস ৩৫৭১

৬. রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

ـرোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সু পারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপা রিশ গ্রহণ করা হবে। মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস ২ ০৮০; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস ১৯৯৪

[মাসিক আল কাউসার পত্রিকা]

৭. রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ক রেছেন

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গু নাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম ৭৬০ (১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৮৯৬

[মাসিক আল কাউসার পত্রিকা]

৮. রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ক রেছেন-

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ.

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিক ট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়। সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৪; সহীহ মুসলি ম, হাদীস ১১৫১ (১৬৩); মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭১৭৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ২৫ ২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৬৩৮

[মাসিক আল কাউসার পত্রিকা]

৯. রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ক রেছেন

لِلصّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

وفى رواية : اذا لقى الله فجزاه فرح،

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হবে। এক. যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার রবের সাথে মিলি ত হবে তখন তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন সে আল্লাহ র সাথে মিলিত হবে, আর তিনি তাকে পুরস্কার দিবেন, তখন সে আনন্দিত হবে। সহীহ বু খারী, হাদীস ১৯০৪, ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫১ (১৬৩, ১৬৪, ১৬৫); মুসনা দে আহমদ, হাদীস ৯৪২৯, ৭১৭৪; সুনানে তিরমিযী, হাদীস ৭৬৬

[মাসিক আল কাউসার পত্রিকা]

১০. রোযাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবে

হযরত আমর ইবনে মুররা আলজুহানী রা. হতে বর্ণিত,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَأَنّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء.

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি একথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসের সিয়াম ও কিয়াম (তারাবীহসহ অন্যান্য নফল) আদায় করি তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব? তিনি বললেন, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে। মুসনাদে বাযযার, হাদীস ২৫; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ২২১২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩৪২৯

[মাসিক আল কাউসার পত্রিকা]

১১. রোযাদারের দুআ কবুল হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

إن لِلصائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ. قال البوصيرى : اسناده صحيح.

ইফতারের সময় রোযাদার যখন দুআ করে, তখন তার দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৭৫৩

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصّائِمُ حَتّى يُفْطِرَ... قال الترمذى : هذا حديث حسن.

তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না (অর্থাৎ তাদের দুআ কবুল করা হয়) ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ; রোযাদার ব্যক্তির দুআ ইফতারের সময় পর্যন্ত এবং মজলুমের দুআ। তাদের দুআ মেঘমালার উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং এর জন্য সব আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, আমার ইয্যতের কসম! বিলম্বে হলেও অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব। মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৮০৪৩; সুনানে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৭৫২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩৪২৮

রমযান হল খালেস ইবাদতের মৌসুম। তাই এ মাসের সময়গুলো যতটা শুধু আল্লাহর সাথে কাটানো যায় ততোটাই কল্যাণ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে রমযান ও রোযার ফযীলত লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।[মাসিক আল কাউসার পত্রিকা]

উপসংহার

রহমত বরকত ও মাগফেরাতের মাস রমযান। হিজরী পঞ্জিকার বারোটি মাসের মধ্যে শুধুমাত্র একটি মাসের নামই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে আর সে মাসটি হলো রমযান। যা এ মাসটির অসামান্য মর্যাদার পরিচয় বহন করে।

এই মাস তাই মুসলিম উম্মাহর কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবাই আন্তরিকভাবে কামনা করে নিজেকে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে পবিত্র একটি জীবন শুরু করতে।

নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি প্রকৃতই দূর্ভাগা বা হতভাগ্য যে রমজান মাস পেয়েও মহান আল্লাহর ক্ষমা হতে বঞ্চিত হয়।

রামজানের গুরুত্ত এবং ফাজিলাত এর কথা বলে শেষ করা যাবে না।আল্লাহ তাআলার প্রিয় এ মাসের গুরুত্ত আমরা যদি ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারি,তবে তা আমাদের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনবে।আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর সঠিক বুঝ দান করুন।আমিন